পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পিডিবিএফ কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ পরিচালন নীতিমালা ২০২১

চিত্রকর্ম: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

বাড়ী নং-05, এভিনিউ-3, হাজী রোড, রুপনগর, মিরপুর-2, ঢাকা-1216
www.pdbf.gov.bd

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পিডিবিএফ কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ পরিচালন নীতিমালা ২০২১

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, পিডিবিএফ এর বোর্ড অব গভর্নর্স এর সম্মানিত সভাপতি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর সচিব জনাব মো: রেজাউল আহসানের সভাপতিত্বে বোর্ডের নিম্নবর্ণিত সদস্যবর্গের উপস্থিতিতে ১৭ জুন ২০২১ খ্রি.তারিখে নীতিমালাটি অনুমোদিত হয়:

০১	জনাব মো: রেজাউল আহসান	: সভাপতি
০২	জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু	: সহ-সভাপতি
০৩	মোছা: জোৎস্না খাতুন	: সদস্য
০৪	বেগম নাসিমা আক্তার রুবি	: সদস্য
০৫	জনাব এম শোয়েব চৌধুরী	: সদস্য
০৬	জনাব সাইফুল্লাহ পান্না	: সদস্য
০৭	জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ	: সদস্য
০৮	জনাব মো: ওয়াহেদুন্নবী সরকার	: সদস্য
০৯	জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার	: সদস্য-সচিব

স্থান: সভা কক্ষ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
তারিখ: ১৭ জুন ২০২১ খ্রি.

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিডিবিএফ

বাড়ী নং-05, এভিনিউ-3, হাজী রোড, রুপনগর, মিরপুর-2, ঢাকা-1216
www.pdbf.gov.bd

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি
ও
প্রতিমন্ত্রী
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে পিডিবিএফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমান বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-19 এর প্রভাব মোকাবেলায় অর্থনৈতিক গতিধারা সমুন্নত রাখতে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা পাকেজের আওতায় পিডিবিএফ কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঋণ পরিচালন নীতিমালা-2021 প্রণয়ন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। সুফলভোগী সদস্যদের জন্য নব সম্পদ সৃজন ও সুরক্ষা সঞ্চয়ের নবতর ধারণার আলোকে উদ্যোক্তা উদ্দীপনের এ প্রয়াস গ্রহণের জন্য আমি পিডিবিএফ'কে সপ্রশংস ধন্যবাদ জানাই।

জননেত্রী শেখ হাসিনার উদার ও প্রাগ্রসর নেতৃত্বে গত এক যুগে যে উন্নয়নের ক্রমধারা সূচিত হয়েছে তা এদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে নাটকীয় পরিবর্তন সম্ভব করেছে এবং আমরা একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানের পথে যাত্রা করেছি। বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনাময় এ অভিযাত্রার পরম মুহূর্তে করোনা ভাইরাসজনিত অভিঘাত বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ চাঞ্চল্য স্থবির করে দিয়েছে। সরকার রোগীদের সেবা প্রদান নিবিড়তর করার পাশাপাশি মানবিক সহায়তা প্রসারণ করেছেন এবং সেই সাথে কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাসের মুখোমুখি গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে সুরক্ষা ও সমর্থন প্রদানের মানসে বহুমাত্রিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন। সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবন ও জীবিকায় প্রাণ সঞ্চারের জন্য বিশেষ অনুদান প্রদান করেছেন। এরই আওতায় পিডিবিএফ এর অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পিডিবিএফ বরাদ্দকৃত এ অর্থ একটি ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের আকারে প্রতিষ্ঠানের সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। পিডিবিএফ এ তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনজীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যে বহুভঙ্গিম কর্ম প্রয়াস গ্রহণ করেছে সেই গতিধারায় এ উদ্যোগ হবে একটি নব সংযোজন। এ নতুন প্রয়াস যোজনের মাধ্যমে পিডিবিএফ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে। এ ধারায় পিডিবিএফসহ দেশের পল্লী প্রতিষ্ঠানসমূহের অব্যাহত প্রচেষ্টায় অর্জিত হবে ২০৩০ (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট), ২০৩১ (উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ), ২০৪১ (উন্নত দেশ) এবং ২১০০ (ব-দ্বীপ পরিকল্পনা)-এর কাঙ্খিত লক্ষ্যসমূহ।

কোভিড 19-এর সংকটের প্রভাবে মূয়মান গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পখাত বিকাশের মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে আয় বৃদ্ধি ও সম্পদ আহরণের সুযোগ প্রদানের জন্য পিডিবিএফ সরকারের প্রদত্ত অনুদান ব্যবহারের জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সৃজনী ক্ষমতা বৃদ্ধি, আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সংগঠিত উন্নয়ন প্রয়াসকে সম্ভব করবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি।

আমি পিডিবিএফ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সফলতা কামনা করছি এবং পিডিবিএফ-এর সহকর্মী ও সুফলভোগীদের সানন্দ অভিনন্দন জানাই।

স্বপন ভট্টাচার্য্য

মো: রেজাউল আহসান
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্য মূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়'। বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত বক্তব্যের অনুসৃতি নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের বিকাশে অপার সম্ভাবনার বাতায়ন উন্মোচন করবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন দারিদ্র্য বিমোচন এবং সোনার বাংলা গড়ার মহান জাতীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারই সুযোগ্যকন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিআডিবি'র একটি সফল উদ্যোগ থেকে মহান জাতীয় সংসদের আইনের মাধ্যমে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০০ সালের ৩০ এপ্রিল এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন। পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ঋণের মানবিকীকরণ, সুফলভোগী সদস্যদের জীবিকা অন্বেষণ, সম্পদ সৃজন ও আয় উৎসারি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসৃজনের লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দেশের ০৮টি বিভাগের ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলার মাধ্যমে প্রায় ১১.৫০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে সংগঠিত করে গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে।

সরকারের রুপকল্প-২০২১ এর আলোকে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ পেরিয়ে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের প্রয়াস এবং বিশ্বব্যাপী গৃহীত ও অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) - ২০৩০ সুবিবেচনায় রেখে রুপকল্প-২০২১ ও রুপকল্প-২০৪১ এবং চলমান ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পণা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০৭১ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন এবং ২১০০ সালে নিরাপদ ব-দ্বীপের অন্বেষা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রমে প্রাণের সঞ্চার করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড পরিস্থিতিতে সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে মাঠ পর্যায়ে একটি ফলপ্রসূ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পিডিবিএফ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ পরিচালন নীতিমালা-২০২১' প্রণয়ন করেছে এবং অতি শীঘ্র এর বাস্তবায়ন সূচিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের এই ঋণ পরিচালন নীতিমালা পিডিবিএফ-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে গতির সঞ্চার করবে এবং এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। দারিদ্র্যের মানচিত্র অনুযায়ী এলাকা নির্ধারণ এবং দারিদ্র্য নিরুপনের মাধ্যমে সুফলভোগী নির্বাচন এ নীতিমালার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। সদস্যদের সম্পদ সৃজন ও সুরক্ষা সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্ভাবনধর্মী ধারণার আলোকে প্রণীত এ নীতিমালা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি ও সম্পদ সৃজনে যথার্থ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ় মত পোষণ করি।

পিডিবিএফ-এর 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ পরিচালন নীতিমালা-২০২১' প্রণয়নে এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে যে সহকর্মীরা অকুণ্ঠ শ্রম, মেধা ও মনন যুক্ত করেছেন, তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মো: রেজাউল আহসান

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ যখন উৎসবমুখর, তখনি বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর অভাবিত অভিঘাত বিপন্ন করে তুলে মানুষের জীবন ও জীবিকা । কোভিডের প্রাদূর্ভাবে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে যেমন নেমে আসে এক অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়, তেমনি এর প্রকোপ পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন-যাপন, উপজীবিকা, আয় ও অবলম্বন, সহায় ও সম্পদ এবং অস্তিত্বের উপর বিস্তার করে এক কালোছায়া। বিশ্বের কোথাও প্রবাহিত হচ্ছে এ ভাইরাসের দ্বিতীয়, কোথাও বা তৃতীয় তরঙ্গ। এ বৈশ্বিক মহামারির ভরকেন্দ্র সম্প্রতি এশিয়া মহাদেশে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায়, একই ভাবে বাংলাদেশে সরে এসেছে। এ প্রকোপ অব্যাহত থাকা সত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সুব্যবস্থাপনা, গতি প্রবাহ, প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা অক্ষুন্ন রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রবর্তিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজের অংশ হিসেবে পল্লী এলাকার কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য পিডিবিএফ এর অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান বরাদ্দ করেছে এবং ইতোমধ্যে এ তহবিলের ১০০ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে। এ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পিডিবিএফ ভার্চুয়াল সভায় ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে একটি ঋণ পরিচালন নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এ নীতিমালাটি প্রণয়নকালে প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় এবং সুফলভোগীদের সাথে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

'পিডিবিএফ কোভিড-১৯ ঋণ পরিচালন নীতিমালা-২০২১'-এ পিডিবিএফ-এর রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে। পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বিধানের লক্ষ্যে একটি অমুনাফামূখী স্ব-শাসিত সংস্থা হিসেবে এ নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে অনানুষ্ঠানিক দল ও ব্যক্তি গ্রাহক পর্যায়ে সংগঠিত করে আয় উৎসারি, বৃত্তিমূলক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ ও নারী উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সেবা বলয়ভূক্ত করছে। পিডিবিএফ সরকারের রুপকল্প ২০২১ ও রুপকল্প ২০৪১-এর পরিপূর্ণ রুপায়ণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের মূল ধারার কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রয়াস পরিচালনা করছে। একই সাথে পিডিবিএফ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জন, ২০৩১ সাল নাগাদ মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণ, ২০৪১ সালে উন্নত দেশের পর্যায়ে অভিষেক এবং ২১০০ সালের মধ্যে পরিকল্পিত ব-দ্বীপে রুপান্তরের কাঙ্খিত লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত কার্যধারা অনুসরণ করছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এটি একটি স্বল্প পুঁজি নির্ভর, শ্রমনিবিড় ও দ্রুত পরিবৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ। স্বল্প আয়ের উদ্যোক্তদের জন্য সম্ভাবনাময় উদ্যোগ হিসেবে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের প্রভূত গুরুত্ব রয়েছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে গ্রামীণ কৃষি ও অকৃষি খাতের দুঃস্থ শ্রমিকদের শ্রমঘন্টা হ্রাসের বিপরীতে কর্ম সৃজন, কর্ম সুরক্ষা, পণ্য উৎপাদন ও চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের এ খাত সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মুক্ত করবে। এ বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানের রুপকল্প ও অভিলক্ষের আঙ্গিকে পিডিবিএফ এ খাতকে লক্ষ্য করে দারিদ্র্য বিমোচনের অভিপ্রায়ে নীতিমালাটি প্রণয়ন করেছে।

উন্নয়ন সুফলের সুষম বন্টনের লক্ষ্যে সহজতর শর্তে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে ঋণ প্রদান, ঋণ বিতরণের খাত প্রসারিতকরণ, আয় উৎসারি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতার বিকাশ, উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় সৃজন, সুরক্ষা ও পরিবৃদ্ধি এবং পুঁজি গঠনের মাধ্যমে নব সম্পদ সৃজন, সংহতি দল গঠনের মাধ্যমে বৃহত্তর উদ্যোগ গ্রহণ ও ক্রমাগত উত্তরনের শ্রেয় ধারণা কর্মসূচির এ নীতিমালায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। গৃহীত নীতিমালা পল্লী এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি, বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তারুন্যদীপ্ত জনগোষ্ঠিকে কর্মে সম্পৃক্তকরণ, গ্রামীণ নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন এবং নাগরিক উদ্যোগের সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সুউচ্চ মানবিক বোধ থেকে সরকার গ্রামীণ দরিদ্রদের কল্যাণে প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এ কর্মসূচি পল্লীর দরিদ্রতম জনগোষ্ঠির জীবনমানের উন্নয়নে সহায়ক হলে সরকারের প্রত্যাশা পূরণ হবে ।

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিডিবিএফ

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	রুপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ্য (মিশন), লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	1
	বাস্তবায়ন পদক্ষেপসমূহ: কর্ম এলাকা, ঋণ কার্যক্রম, পুঁজি গঠন, নব সম্পদ সৃজন ও বাস্তবায়ন কৌশল	2
অধ্যায় ২	আর্থ-সামাজিক জরিপ, সদস্য নির্বাচন ও বাছাই প্রক্রিয়া: এলাকা বিন্যাস, ইউডিবিও কর্তৃক সদস্য/গ্রাহকের স্বীকৃতি প্রদান	5
অধ্যায় ৩	ঋণ ও সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা:	7
	প্রধান কার্যালয়ের কমিটি ও কমিটির দায়িত্ব	7
	কর্মসূচি প্রশাসন ও কর্মসূচি প্রশাসনের দায়িত্ব	8
	আঞ্চলিক পর্যায়ের কমিটি ও কমিটির দায়িত্ব	9
	উপজেলা পর্যায়ের কমিটি ও কমিটির দায়িত্ব	9
অধ্যায় ৪	পিডিবিএফ কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ পরিচালন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা:	10
	৪.১ ঋণ পরিচালন প্রক্রিয়া	10
	৪.২ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রদানের শর্তাবলী	10
	৪.২.১ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	10
	৪.২.২ আবেদন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি	11
	৪.৩ ঋণের দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ	11
	৪.৪ ঋণ বিতরণের খাত নির্বাচন	11
	৪.৫ ঋন প্রদানের সম্ভাব্য খাতসমূহ	11
	৪.৬ শিল্প/ব্যবসায়ের কারিগরি দিক পর্যালোচনা	১১
	৪.৭ ঋণের প্রয়োজনীয় জামানতসমূহ	12
	৪.৮ ঋণ তহবিলের উৎস	12
	৪.৯ ঋণ প্রদানের সীমা	12
	৪.১০ ঋণের মেয়াদ ও গ্রেস পিরিয়ড	12
	৪.১১ ঋণের সেবা মূল্য	১২
	৪.১২ ঋণের জামানত	13
	৪.১৩ সঞ্চয় আদায় ও জমা	13
	৪.১৪ সদস্য/উদ্যোক্তার নিজস্ব ঝুঁকি নিরসন বিমা	14
	৪.১৫ ঋণ আবেদন ফি	১৪
	৪.১৬ ঋণ প্রক্রিয়াকরণ	15
	৪.১৭ ঋণ অনুমোদন পর্যায়	15
	৪.১৮.১ ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া	16
	৪.১৮.২ পাস বই (ঋণ ও সঞ্চয়)	16

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	৪.১৯ ঋণের নথিপত্রাদি সংরক্ষণ	16
	৪.২০ তহবিল ছাড়করণ ও ব্যাংক হিসাব পরিচালনা প্রক্রিয়া	17
	৪.২১ সদস্য/উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ	17
	৪.২২ হিসাব সংরক্ষণ	17
	৪.২২.১ উপজেলা পর্যায়ে হিসাব সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডকুমেন্টসমূহ	১৮
	৪.২৩ পুনরায় ঋণের আবেদন ও পুন:ঋণ বিতরণ	১৯
	৪.২৪ পরিবীক্ষণ ও অনুবেদন	১৯
	৪.২৫ পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে তহবিল প্রেরণ	২০
অধ্যায় ৫	'কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিল' ব্যবহার সংক্রান্ত হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি	২১
অধ্যায় 6	৬.১ নিরীক্ষা কার্যক্রম	২৩
	৬.২ নীতিমালা প্রয়োগ ও সংশোধনের ক্ষমতা	২৩
	৬.৩ কর্মসূচির সমাপনী পরিকল্পনা (exit plan)	২৩
	পরিশিষ্ট ১: wcwWweGd †Kwf W-19 c‡Yv`bv FY KgmP~xi Rb¨ c‡qvRbxq ফরমসমূহের তালিকা	২৪
	পরিশিষ্ট ২: একক উদ্যোক্তা/সংহতি দলের সদস্য জরীপ ছক	২৫
	পরিশিষ্ট ৩: ঋণের আবেদন ফরম	২৭
	পরিশিষ্ট ৪: প্রণোদনা ঋণের এ্যাপ্রাইজাল	২৮
	পরিশিষ্ট ৫: FY gÄyxcÎ	৩০
	পরিশিষ্ট ৬: A½xKvi bvgv	৩১
	পরিশিষ্ট ৭: RvgvbZbvgv	৩২
	পরিশিষ্ট ৮: eÜKxKiY Pzw³ bvgv	৩৩
	পরিশিষ্ট ৯: ¯ËwaKvi `wjj Mw"QZ ivLvi ¯§viK	৩৫
	পরিশিষ্ট ১০: Pwn`v cwZÁv cÎ	৩৬
	পরিশিষ্ট ১১: ‡NvlYv cÎ	৩৭
	পরিশিষ্ট ১২: ¶gZv c`vb cÎ	৩৮
	পরিশিষ্ট ১৩: njd bvgv	৩৯
	পরিশিষ্ট ১৪: RvgvbZKZ.m¤úwËi Rwic cwZ‡e`b	৪১
	পরিশিষ্ট ১৫: exgvi Av‡e`b I g‡bvbqb cÎ	৪২
	পরিশিষ্ট ১৬: ঋণ প্রদানের জন্য সম্ভাব্য আয়-উৎসারি কর্মকান্ডের তালিকা	৪৩